ইবিতে নবীন ছাত্রীকে নির্যাতন

নিরাপত্তাহীনতায় নির্যাতিত ছাত্রী, ক্যাম্পাস জুড়ে আলোচনা, ক্ষোভ

জেলা বার্তা পরিবেশক, কুষ্টিয়া : বুধবার, ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৩

আবাসিক হলে নবীন এক ছাত্রীকে রাতভর পিন ফুটিয়ে, মারধর ও বিবস্ত্র করে র‍্যাগিং ও নির্যাতনের বিষয়টি এখন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বত্র আলোচন চলছে। অনেকে ক্ষোভ জানিয়ে বলেছেন, বিষয়টির সুষ্ঠু বিচার না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ মারাত্মকভাবে ব্যহত হবে। ছাত্র-শিক্ষক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারদের মুখে মুখে বিষয়টি নিয়ে নানা বিশ্লেষন করা হচ্ছে।

এদিকে একটি সূত্র থেকে জানা গেছে,ইবি ছাত্রলীগের নেত্রির হাতে নির্যাতনের শিকার ছাত্রী ক্যাম্পাসে যেতে চান। কিন্তু তিনি নিরাপত্তহীনতায় ভুগছেন। তিনি আরো বলেন,বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে অভিযোগ দেওয়ার পর তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। নির্যাতিত ছাত্রী আরো বলেন,ক্যাম্পাসে যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও সেখানে তার কোন থাকার জায়গা নেই। কেউ এখন তাকে থাকতে দেবে না।

সোমবার সকালে গ্রামের বাড়ী পাবনায় চলে যান ভুক্তভোগী। এতিকে সানজিদাসহ নির্যাতনে অংশ নেওয়া সবাই একাধিকবার ফোন দেন কিন্তু ভয়ে তিনি কারও ফোন ধরেননি।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যলয়ের (ইবি) নবীন ছাত্রীকে নির্যাতন ও র‍্যাগিংয়ের ঘটনা ও অভিযুক্তদের পাল্টা অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে হল কর্তৃপক্ষ।

চার সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটিতে ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. আহসানুল হককে আহবায়ক করা হয়েছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন হিসাব বিজ্ঞান ও তথ্য পদ্ধতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ইসরাত জাহান এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মৌমিতা আক্তার। তারা উভয়েই দেশরত্ন শেখ হাসিনা হলের আবাসিক শিক্ষক। এছাড়া হলের শাখা কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাকও কমিটিতে আছেন।

মঙ্গলবার দেশরত্ন শেখ হাসিনা হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. শামসুল আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, উভয়ের লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে হল থেকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাদের আগামী ৭ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। চূড়ান্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম বলেন, কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিং সমর্থন করেনা। আমরা ঘটনাটি শুনেছি ও উক্ত হলে কি হয়েছে সে বিষয়ে খতিয়ে দেখার জন্য বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত শনিবার ও রবিবার দেশরত্ন শেখ হাসিনা হলে দুই দফায় নবীন এক ছাত্রীকে ৩/৪ ঘন্টা করে নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে। অভিযুক্তরা মারধরের পাশাপাশি অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ, হুমকি-ধামকি ও ঐ ছাত্রীকে বিবস্ত্র করে ভিডিও ধারণ করে ভাইরাল করাসহ বিভিন্নভাবে হুমকি দিয়েছেন ও হ্যানস্তা করেছেন বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীর। এতে ভয় পেয়ে সোমবার সকালে নিজ বাড়িতে ফিরে গিয়েছেন ভুক্তভোগী। পরে পরিবারের পরামর্শে মঙ্গলবার বিচার চেয়ে ভুক্তভোগী বিশ্ববিদ্যলয়ের প্রক্টর ও ছাত্র-উপদেষ্টা বরাবর লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। অভিযুক্তরা হলেন, ইবি শাখা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি ও পরিসংখ্যান বিভাগের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের সানজিদা চৌধুরি অন্তরা ও ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের তাবাসসুমসহ তাদের সঙ্গীরা।

এদিকে ঘটনার সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করে বিবৃতি দিয়েছে শাখা ছাত্র ইউনিয়ন। ইবি সংসদের সভাপতি ইমানুল সোহান ও মোখলেসুর রহমান সুইট বিবৃতিতে বলেন, আবাসিক হলের অভ্যন্তরে ১ম বর্ষের একজন নারী শিক্ষার্থীকে যেভাবে নির্যাতন করা হয়েছে তা কোনো ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থার এমন দৈন্য দশায় আমরা উদ্বিগ্ন।

এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানা যায়।